OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 634 - 644
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা

ফজলুল কাদের জাবেদ
গবেষক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
Email ID: aflatun.kausar@gmail.com
0009-0007-3955-3437

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Madrasa Education, Politics, Economy, Human Resource Development, Bangladesh, Islamic Education.

Abstract
Madrasa education constitutes a significant component of the educational system in Bangladesh. Beyond its traditional role of imparting religious knowledge, madrasa education has increasingly contributed to political participation, social development, human resource formation, and economic activities. This study aims to explore the role of madrasa education in the politics and economy of Bangladesh. Employing a qualitative research methodology, the study analyzes secondary data collected from academic books, journal articles, government reports, and policy documents. The findings indicate that madrasa education plays an important role in developing political leadership, promoting ethical values, and enhancing social awareness. Economically, it contributes to human resource development, employment generation, Islamic banking, charitable activities, and social welfare. Despite these contributions, challenges remain regarding curriculum modernization, technological integration, and employment diversification. The study concludes that with appropriate reforms and policy support, madrasa education can contribute more effectively to sustainable national development and socio-economic progress in Bangladesh.

Discussion

ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শিক্ষা ধারা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক চেতনা এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশে মাদ্রাসা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে আলিয়া ও কওমি— এই দুই ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলছে, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় রাজনীতি পর্যন্ত তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে দেশের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যেমন— কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমেও মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবদান ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা এখন কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার এই ভূমিকা নিয়ে সমাজে বিভিন্ন মতামত ও বিতর্ক বিদ্যমান। এর আধুনিকায়ন, কর্মমুখী শিক্ষা সংযোজন এবং মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টি এখনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। তাই বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত ভূমিকা, অবদান, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা নিয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বহুমাত্রিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বস্তুনিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা, প্রভাব, সম্ভাবনা এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে—

১. বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ, বর্তমান কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা।
২. দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, নেতৃত্বের বিকাশ, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সচেতনতা গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
৩. কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে মাদ্রাসা— শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবদান মূল্যায়ন করা।
৪. মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে মূলধারার শিক্ষা, শ্রমবাজার এবং জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সম্পর্ক ও সমন্বয়ের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা।
৫. মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করা।
৬. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী, দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পদ্ধতি :

১. গবেষণার ধরন : এটি একটি গুণগত (Qualitative) এবং বর্ণনামূলক—বিশ্লেষণধর্মী (Descriptive – Analytical) গবেষণা। প্রয়োজনে কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্য সহায়ক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

২. তথ্যের উৎস : গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) এবং গৌণ (Secondary) উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হবে।

প্রাথমিক তথ্য : আধা—কাঠামোবদ্ধ (Semi-structured) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করা হবে।

গৌণ তথ্য : সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা নিবন্ধ, বই, জার্নাল, থিসিস, সংবাদপত্র, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হবে।

৩. নমুনা নির্বাচন (Sampling) : উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা (আলিয়া ও কওমি), শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নির্বাচন করা হবে, যাতে বিষয়টির বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা যায়।

৪. তথ্য সংগ্রহের কৌশল : আধা—কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার, দলিল ও নথি বিশ্লেষণ Document Analysis) প্রাসঙ্গিক গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা Literature Review)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. **তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি :** সংগৃহীত তথ্য থিম্যাটিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামূলক বিশ্লেষণ Comparative Analysis) ব্যবহার করে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবদান, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হবে।

৬. **গবেষণার নৈতিক দিক :** অংশগ্রহণকারীদের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হবে এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হবে। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। গবেষণায় নিরপেক্ষতা, তথ্যের যথার্থতা এবং একাডেমিক সততা বজায় রাখা হবে।

৭. **গবেষণার সীমাবদ্ধতা :** সময়, অর্থ ও তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণার নমুনা সীমিত হতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কারণে কিছু তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, যা গবেষণার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।

গবেষণার গুরুত্ব : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা। দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্নক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব কেবল ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নানা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষায় গড়ে ওঠা মানবসম্পদ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, নেতৃত্বের বিকাশ, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং জনমত গঠনে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে, সে সম্পর্কে একটি তথ্যভিত্তিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অঙ্গনে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা লাভ করা যাবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ গবেষণার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান মূল্যায়নের মাধ্যমে এ শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবচিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোও নির্ধারণ করা যাবে।

এ গবেষণার ফলাফল শিক্ষা নীতিনির্ধারক, গবেষক, সরকার, উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য কার্যকর তথ্য ও বিশ্লেষণ সরবরাহ করবে। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে এ শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকর সমন্বয় সাধনে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, সামাজিক বাস্তবতা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের মধ্যে বিদ্যমান মিল ও অমিল নির্ণয়ে এই গবেষণা সহায়ক হবে। এর ফলে বিষয়টি সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রমাণনির্ভর মূল্যায়ন উপস্থাপন করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা প্রদানই এই গবেষণার প্রধান গুরুত্ব। একাডেমিক জ্ঞানসমৃদ্ধি, নীতিনির্ধারণ এবং জাতীয় উন্নয়নের আলোচনায় এ গবেষণা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা :--

আন্তর্জাতিক গবেষণা : দক্ষিণ এশিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে গবেষণায় উল্লেখ করেন যে মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ, সামাজিক নেতৃত্ব গঠন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়; বরং সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ভারতের মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে গবেষণায় উল্লেখ করেন যে মাদ্রাসাগুলো সামাজিক সংহতি ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী অংশ হল মাদ্রাসা শিক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতার পর আলিয়া ও কওমি— উভয় ধারার মাদ্রাসার সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীর পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতি, সামাজিক নেতৃত্ব, ব্যবসা—বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশায় সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছেন। তাই বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব, অবদান, সম্ভাবনা এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বই, গবেষণা নিবন্ধ, সরকারি প্রতিবেদন, নীতিমালা, জার্নাল এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা থেকে গৌণ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক প্রভাব, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতেই নয়, সামাজিক নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা— শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনীতি, শিক্ষা, বিচারব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। তবে পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ, কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধারার শিক্ষা ও শ্রমবাজারের সঙ্গে অধিকতর সমন্বয় এখনও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী, দক্ষতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। আধুনিক পাঠ্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং কার্যকর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের রাজনৈতিক সচেতনতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ : বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ। ইসলামের আগমনের পর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলামি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ ও মাদ্রাসার বিকাশ শুরু হয়। মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা শিক্ষা আরও সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। সে সময় কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মাদ্রাসাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

ঔপনিবেশিক আমলে, বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এই সময়ে একদিকে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার ধারা বজায় থাকে, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ ঘটে, যা পরবর্তীকালে আলিয়া ও কওমি— এই দুটি প্রধান ধারায় বিকশিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রধানত আলিয়া ও কওমি— এই দুই ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতির আওতায় পরিচালিত হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসাগুলো স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে তাদের কিছু উচ্চতর সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নেতৃত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নে এর অবদান ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে আরও কার্যকর সমন্বয় সাধন ভবিষ্যতে মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে মুসলিম শাসনামলের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসনের সূচনার পর ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষিত, দক্ষ ও নৈতিক মানবসম্পদ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মুসলিম শাসকরা শিক্ষা বিস্তারকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতেন। ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এছাড়া ধনী ব্যক্তি, জমিদার ও সমাজের দানশীল মানুষের ওয়াক্ফ ও অনুদানের মাধ্যমে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হত। এর ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীরাও বিনা খরচে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতেন।

সে সময়ের মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যক্রম ছিল তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের পাশাপাশি অনেক মাদ্রাসায় গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ অন্যান্য জ্ঞান—বিজ্ঞানের বিষয়ও পাঠদান করা হত। ফলে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করতেন। বাংলার সুলতানি ও মুঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। রাজধানীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জনপদে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে আলেম, কাজী, মুফতি, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামাজিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক গুণাবলি, জ্ঞান—বিজ্ঞানের বিকাশ এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা—ঐতিহ্য পরবর্তীকালে উপমহাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে এবং বর্তমান বাংলাদেশের আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা : ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশের ফলে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। ধীরে ধীরে ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্বের প্রশাসনিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পায়।

তবে ব্রিটিশ শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। বরং মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব বজায় থাকে। এ সময় সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকে এবং অনেক আলেম ও সমাজনেতা ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে দুটি ভিন্নধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাসসহ সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও আরবি ভাষাকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই দ্বৈত ধারাই পরবর্তীকালে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় শিক্ষা পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম দেওবন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি উপমহাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধারার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ আমলে মুসলিম সমাজে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময় শুরু হয়। একদিকে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে, অন্যদিকে অনেক আলেম ইসলামী শিক্ষার স্বতন্ত্র পরিচয় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। এই চিন্তাভাবনা ও বিতর্ক পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো ও পাঠ্যক্রম বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ আমল ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সময়কাল। এই সময়ে ঘটে যাওয়া রূপান্তর ও সংস্কার পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে এবং এর পাঠ্যক্রম, কাঠামো ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা : ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন শুরু হয়। এই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র ও সুসংগঠিত ধারা হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। মুসলিম পরিচয় ও ধর্মীয় চেতনা রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান আমলের শুরুতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং সেগুলোকে প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। এসব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসাগুলো স্বতন্ত্র ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী দারসে নিজামি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও সমাজের আলেম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার বিস্তার ও কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি নীতিমালা ও কমিশনগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান সরকার ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী থাকায় বিভিন্ন নীতি ও কমিশনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। তবে পর্যাপ্ত অবকাঠামো, আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়।

১৯৫৯ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন (রিপোর্ট ১৯৫৯) মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে, যা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলে। পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল না; বরং এটি সামাজিক নেতৃত্ব গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমল ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ ও কাঠামোগত বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময়ে গঠিত অভিজ্ঞতা ও নীতিগত পরিবর্তন পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ ও সংস্কারে গভীর প্রভাব ফেলে।

স্বাধীন বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, প্রশাসনিক সংস্কার এবং মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হয়। বর্তমানে দেশে হাজার হাজার আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী সেখানে অধ্যয়ন করছে।

স্বাধীনতার পর প্রাথমিক পর্যায়ে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মতো বিষয় যুক্ত করার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে স্বতন্ত্র ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে থাকে। এসব মাদ্রাসায় ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষাকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কওমি মাদ্রাসা নিজেদের পাঠ্যক্রমে সীমিত পরিসরে আধুনিক বিষয় সংযোজনের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীতে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হলে এই ধারার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পরিসর আরও বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিশন, নীতিমালা ও সংস্কার কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাকে দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী করার বিষয়েও আলোচনা ও পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমানের স্বীকৃতি প্রদান মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মাদ্রাসা শিক্ষা এ সময়ে কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি সামাজিক নেতৃত্ব গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী প্রশাসন, শিক্ষা, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা—বাণিজ্য এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সমসাময়িক রাজনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে গড়ে ওঠা একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করছে।

মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিরা মূলত স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনমত গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা নৈতিকতা, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গঠনে সহায়তা করে, যা রাজনৈতিক আচরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক আলেম ও ধর্মীয় নেতা সামাজিক ইস্যুতে জনমত গঠন, নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা পরোক্ষভাবে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও জনমতের গতিপথ নির্ধারণে অবদান রাখে।

তবে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা বিদ্যমান। কেউ এটিকে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক প্রতিনিধিত্বের ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখেন, আবার কেউ এর রাজনৈতিক ব্যবহার বা প্রভাব বিস্তার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাই এ বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠনে ভূমিকা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা—পরবর্তী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বহু আলেম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা নেতৃত্বের গুণাবলি, নৈতিকতা, জনসেবা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ বিকাশে সহায়তা করে। ফলে বহু মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি : গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচন, সামাজিক আন্দোলন এবং জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং আলেম সমাজ ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখে।

সামাজিক আন্দোলনে অবদান : বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলনে মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। মাদকবিরোধী আন্দোলন, দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি : মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে সততা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণমূলক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। অনেক গবেষক মনে করেন যে মূল্যবোধভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

নীতিনির্ধারণ ও জনমত গঠনে প্রভাব : বাংলাদেশের মুসলিম—সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে ধর্মীয় নেতাদের বক্তব্য ও মতামত জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, পরিবার, সামাজিক নীতি এবং ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আলেম সমাজের মতামত বিবেচিত হয়।

বিশেষ করে ইসলামি শিক্ষা, পারিবারিক আইন, ওয়াক্ফ, যাকাত এবং ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহে মাদ্রাসা শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয় সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং জাতীয় সংকটের সময় মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ত্রাণ কার্যক্রম, জনসচেতনতা এবং মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। কোভিড—১৯ মহামারির সময় বহু মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠন খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং মানবিক সহায়তা কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা : যদিও মাদ্রাসা শিক্ষা রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তথাপি কিছু সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার সীমাবদ্ধতা : অনেক মাদ্রাসায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রদান করা হয় না।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত অবদান রাখছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ইসলামি ব্যাংকিং, সামাজিক কল্যাণ এবং রেমিট্যান্স আয়ের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 634 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানবসম্পদ উন্নয়ন : মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে এসেছে, বিশেষত গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে। অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের কম খরচে শিক্ষা ও আবাসনের সুযোগ পাওয়ার কারণে মাদ্রাসায় পাঠায়। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইঅঘইঊওঝ) অনুযায়ী, দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করছে, যা জাতীয় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আরবি ভাষা, ইসলামি আইন, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং নৈতিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক আলিয়া মাদ্রাসায় বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যবসায় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাদের কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি : মাদ্রাসা শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও ধর্মীয় গবেষক হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। পরোক্ষভাবে প্রকাশনা, বই ব্যবসা, ইসলামি শিক্ষা সামগ্রী উৎপাদন, হিফজ ও আরবি কোচিং, অনলাইন ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে হাজার হাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন হয়, যা স্থায়ী কর্মসংস্থানের একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে অবদান : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এতে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম ও শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামি ব্যাংকিং খাত দেশের মোট ব্যাংক আমানতের প্রায় ২৪.৭৫% এবং মোট বিনিয়োগের প্রায় ২৮.১৫% ধারণ করে। এই খাতে শরিয়াহ বোর্ড, ফিকহ গবেষণা, পণ্য অনুমোদন এবং নৈতিক আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে মাদ্রাসা শিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ নতুন কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচন : মাদ্রাসা—ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাকাত, সদকা, ওয়াক্ফ ও দাতব্য তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে। অনেক মাদ্রাসা এতিমখানা, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, খাদ্য বিতরণ এবং বৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রম সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মাদ্রাসাগুলো সামাজিক সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

রেমিট্যান্স ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান : আরবি ভাষায় দক্ষ এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী অনেক মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ইমাম, শিক্ষক ও ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে কর্মসংস্থান লাভ করেন। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা : যদিও মাদ্রাসা শিক্ষা অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে, তথাপি কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি অনেক মাদ্রাসায় আধুনিক প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সীমিত।

কর্মমুখী শিক্ষার অভাব : শিক্ষার্থীদের বড় অংশ ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পেশায় কেন্দ্রীভূত থাকায় বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়।

গবেষণা ও উদ্ভাবনের সীমাবদ্ধতা : অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম।

সামাজিক ধারণা : কিছুক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় পেশার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়, যা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও নীতিগত সুপারিশ : বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও কার্যকর করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন : ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত, অর্থনীতি এবং নাগরিক শিক্ষা আরও শক্তিশালীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণ : প্রতিটি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট সুবিধা এবং ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করা উচিত।

কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ : উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ভাষা শিক্ষা, গ্রাফিক ডিজাইন, অনলাইন ব্যবসা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।

গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি : মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।

ইসলামি অর্থনীতি ও ফিন্যান্স শিক্ষা : ইসলামি ব্যাংকিং, শরিয়াহ ফিন্যান্স এবং হালাল অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষায়িত কোর্স চালু করলে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

নীতিগত সমন্বয় : সরকার, মাদ্রাসা বোর্ড, ইসলামি শিক্ষাবিদ এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গবেষণার প্রধান ফলাফল :

- মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা ও কর্মমুখী দক্ষতার অভাব মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

উপসংহার : বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা বহুমাত্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয়শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সচেতনতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিশেষ করে ইসলামি ব্যাংকিং, সামাজিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণশিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গবেষণা— ভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণ জরুরি। সঠিক নীতিগত সহায়তা ও সংস্কারের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, নৈতিক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Bibliography:

আবুল বারকাত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩৪–১৩৫

মুহাম্মদ এনামুল হক, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৫–৪৮

আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৩–১৮৪

সৈয়দ আলী আহসান, বাংলাদেশে ইসলাম ও সমাজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২১–১২৩

আবুল ফজল, শিক্ষা ও সমাজচিন্তা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭২–৭৩

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৬–৫৭
কাজী শাহাবুদ্দীন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নয়ন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৯–৯০
মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬৩–৬৪
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯৮–১০০
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও বিকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪১–৪৫
বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৮–৫২
বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখা, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৫৫–৫৬
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ১৫–১৯
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি ২০২৩, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ২৯৮–৩১৫
অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ২১৭–২১৯
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১–২০২৫), ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২৮৫–২৯৫
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, রূপকল্প ২০৪১, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৪২–১৪৮
বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১০–১১৪
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৮–৮৬
ড. এ. কে. এম. গোলাম রব্বানী, বাংলাদেশের শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯০–৯২
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩৪–১৩৫
ড. আতিউর রহমান, বাংলাদেশের অর্থনীতি: উন্নয়ন ও সম্ভাবনা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭৫–১৭৮
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৬–৮৮
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭১–বর্তমান, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৫৬–২৫৮
ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৮৯–২৯২
ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৪৮–১৫০
ড. মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন, ইসলামী শিক্ষা ও সমকালীন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯৫–১০৭
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার পরিসংখ্যান ২০২৪, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ১–১৫
ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা: সমস্যা, সম্ভাবনা ও সংস্কার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৫৮–৬২